

কোন্নয়



স্বাধীন

ବିଶ୍ୱାସ

ଉତ୍ତମ - ୪୪

୧୩୩

ଜାମଲେନପୁର

কৌরব ৫০
জানুয়ারী ১৯৮৮
KAURAB 50
January 1988

20'00

উৎসব-৮৮ : জানুয়ারী ২৪, ২৫, ২৬ / ১৯৮৮

মুদ্রণ :
প্রসঙ্গপ্রী প্রিন্টার্স
৫২/২, পটুয়াটোলা সেন
কলকাতা-৭০০০০২

ব্রুক :
প্রসেল ক্যাক্‌ই
৭/১, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ ও অ্যালবাম মুদ্রণ :
বুকস্‌ এ্যাণ্ড প্রিন্ট কনসার্ন
৬৭/১, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০২

বাধাই :
এম. শর্মা বুক বাইন্ডার্স
৪০ ব্রীজোপাল মল্লিক সেন
কলকাতা-৭০০০১২

বর্তমান সংখ্যার সংকলনের দায়িত্বে ছিলেন প্রদীপ পাল

ঘোষাঘোষ :
কমল চক্রবর্তী । এপ্রিকো বাসান । জামশেদপুর-৮০১০০২

মূল্য : কুড়ি টাকা

কৌরব ৫০

উৎসবের মাস্ক
এবং
লিটল ম্যাগাজিনের বন্ধ
করকমলে

কৌরব ৫০

জামুয়ারী

১৯৮৮

লেখা : শিরোনামের পাঠক,
শংকর লাহিড়ী, কমল চক্রবর্তী, বারীন ঘোষাল,
দেবজ্যোতি দত্ত, অলকরঞ্জন বহুচৌধুরী, প্রদীপ পাল

লেখা : অনীতা বারচৌধুরী, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, অমিতান্ত ব্যানার্জী,
অলোক ভট্টাচার্য, ঈশা মহাম্মদ, ওয়ালিম কাপুর,
কমলকুমার মজুমদার, গণেশ পাইন, চিন্তাপ্রসাদ,
চিদ্রত্ন মজুমদার, তিলক মণ্ডল, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত,
দীপক চৌধুরী, নিখিলেশ দাশ, পরিতোষ সেন,
পূর্ণেন্দু পত্রী, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ কর্মকার,
কান্তনী দাশগুপ্ত, বিকাশ ভট্টাচার্য, বিজয় চৌধুরী,
মকবুল ফিদা হুসেন, যামিনী রায়, সুধাজিৎ সেনগুপ্ত,
যোগেন চৌধুরী, রবীন মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ,
রাহুলকর, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন,
শেখর রায়, সনৎ কর, সুনীল দাশ, হুশান্ত চক্রবর্তী,
সুহাস রায়, সোমনাথ হোড়, হরেন দাশ

সময়-সঙ্গতা ও স্থানান্তরের কারণে ইচ্ছা থাকে। সবেশে বেশ কয়েকজন শিল্পীকে এই
সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত।

কৌরব ৫০

এই হল কৌরব উৎসব-সংখ্যা। অ্যালবাম নয়। স্থাতেনির নয়।
কৌরব। ছবি, কবিতা, গল্প, প্রকৃতি সব মিলিয়ে নতুন ধরনের টেনসন।

এছাড়া আর কি ভাল হতে পারত! উৎসবের সঙ্গে ছবির একটা চিরকালীন
বোঝাপড়া। আমরা যেমন তাবি, সর্বদাই নতুন খোজ। পাঠক, দর্শক, রাস্তার
মাছুষ, সাধারণ, কবি, শিল্পী সব মিলিয়ে একাকার, নবজাগরণ।

সময় এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় চিরকালীন আল্প্রে পুনর্বাসন। নতুন
(নতুন সমগ্র এবং আবাস্তবতার নির্মাণ। স্কটো গান্ধী এবং সমস্ত বিপ্লব ধ্বংস
করে আরও একটা নতুন পণ্ডগোল তৈরী।

আমরা যেমন বিশ্বাস করি ক্ষয় এবং ধুলোবালির প্রতিরোধ, আমরা যেমন
বিশ্বাস করি 'না', 'অসম্ভব' এ সবই শয়তানের বিবাদ মন্ত্র। যেমন আমাদের
'হ্যাঁ', 'ভালবাসা' ইত্যাদি ক্রমশ আকাশ হোয়া হয়ে যায়।

ফলে তিন দিনের উৎসব। একটা ছোট অনিয়মিত পত্রিকা যার আঠারো
বছরে পকাশ।

২৪শে জ্যাজুয়ারী ১৯৮৮, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইলাধন বসু উদ্বোধন
করলেন ছাতিম চারা লাগিয়ে। বিশ্বভারতীর পাঠকবনের শিক্তদের নাচে গানে
বিজ্ঞান হল উৎসব। সকাল পেরিয়ে রাত।

২৫শে জ্যাজুয়ারী ১৯৮৮, স্থানীয় যুবক-যুবতীর গলায় গান, আবৃত্তি, নাটক।
কতকাল পরে য-যদিয়ার শহর!

২৬শে জ্যাজুয়ারী ১৯৮৮, সকাল থেকে কবিতা, কথা, গল্প, সন্ধ্যায় গান
পরিবেশন, থায়া সময়ে শ্রেষ্ঠ থায়া শতাব্দীর শাসক।

সঙ্গে ছোট মেলা।

কেউ বলেন কুবন মেলা, কেউ বলেন উৎসব-৮৮, কেউ বলেন কৌরব-মেলা,

কি সে যে নামেই ডাকুন, একটা পত্রিকা ঘিরে একটা শহর, শহর ছাড়িয়ে মহানগর,

স্বচক্ষে, সত্যতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্যয় কিস্তাবে ভান। মেলে, এর থেকে বড়
নজির সম্ভবত খুব বেশি নেই।

সাহিত্যের কাছে কি সত্যিই সত্যতার কোন স্থান থাকে! এই জাগরণ!
মেলা এবং উৎসবের মধ্যে ঘিরে যে জীবন, যে জীবন টি.ভি. ব্যরুদ বা যোযোটির
নয়, সেই পরম অনুভূতি অবগাহন করে ফের একবার গাইতে ইচ্ছে করছে :

‘তুমার ডেরার টাটা বাবা
তিন পুতরের উঠা বলা খাওয়া
সেঁকের বেলার খুঁচরা লড়াই
রেত বিরেতে মহয়া বনে শুয়া।’



ধানের ভালবাসা, আন্তরিকতা ছাড়া উৎসব-৮৮, কৌরব ৫০ সম্ভবই ছিল না,
তারা—

কলকাতার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, হনোল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পার্শ্বনাথ
চৌধুরী, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুশীল দত্ত।

এবং

আমশেদপুরের

বেঙ্গল ক্লাব এই উৎসব সম্বল করার অন্যতম বিশাল শরীর ধারণ করেছে।
উক্ত ক্লাবের অসংখ্য সমস্তদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আনন্দিক অর্থে তাঁদের
শারীরিক এবং মানসিক সাহায্য ছাড়া এ মেলা অসম্ভব ছিল।

উৎসব বিবরণক পূর্ণ রিপোর্ট আগামী বিশেষ সংখ্যায়।

২০. ১. ৮৮

আমশেদপুর

১. জয় ও শাস্তি

আজও গাল রঙ আমাদের লিহবিত করে : কালো কালি দিয়ে 'গাল' শব্দটি লিখে, তাকিয়ে থাকলে, প্রপাতের গর্জন শোনা যায়। ঘন নীল রঙের প্রবল ব্যবহার দেখেছিলাম ক্যান্সার ওয়ার্ডে, হাতে লেগেছিলো। যে কোন সকালেই আবিক্ত হতে পারে, বায়ান্দা ও বেডরুম ভাগিয়ে ঝরে পড়ছে সেই উদ্ভাস জলপ্রপাত। চেয়ার টেবিল ও বুকব্যাগগুলি খোলা আকাশের নীচে ইতস্ততঃ। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাতিয়ে। জঙ্গলের ডাক গ্রাস্ত

ইউক্যালিপ্টাসের শীর্ণ শাখাকে জড়িয়ে কেউ 'প্রভু...' বলে ডেকে উঠছে।

২. চারিদিকে এত অসংখ্য শান্ত ও স্থনীল ঢাকনা : সহচর, সহপাঠী, সহকর্মী, সহমরণ। তাদের আত্মস্বরণ রঙ আমার কোনও দিন দেখা হবে না। নিজেই একান্ত যত্ন, অথবা প্যানক্রিয়াস, আমূল পাকস্থলী। তাদের প্রকৃত রঙ ও অবস্থা, আমি কি কোনওদিন ছুঁয়ে জেনে পেরিয়ে যেতে পারবো? যেভাবে দেখা হোল একঝাঁক পারদা, পেরিয়ে যাওয়া হোল একটা দাগ কড়ি। যে আধার অন্তরন্তর।

৩. মাথার ওপরে অসীমে ভাসমান তিন ট্রিলিয়ন অক্সিজেন থেকে যে ফসল সত্ত্ব করে পড়ছে রাহুতে, তা আমাদের নিয়ত হত্যা করতে চায়। তবুও আমরা জুরীপাড়ি চড়ি, রেকাবী নাজাই, নারীর নাম বিই অকছতী, স্লিওপেই। কেননা আমরা সত্ত্ব শক্তি ও আড়ষ্ট। 'যেতে যেতে একলা পথে...' এই গান আমাদের প্রিয় মনে হয়। আতঙ্কই আমাদের প্রেরণা, গান। আমরা পাইলাস : 'না' বল না...

৪. কোথায় ছিন্ন হয়েছে আলো, কোথায় রয়েছে ছল, কোথায় সেই বাসগন্ধ, ঘোনি, শুককীট, কমলাসন—আমরা আর সঠিক কখনই জানি না। প্রেমে, বন্দরে, নৈঃশেষে, সাইয়েনে, বিশ্বর আমাদের প্রথম ও শেষ অবস্থা। এবং আদিরূপ। হাত কখনও বাতুকে, নীল রঙে, শুনে, মদের সেলালে, দোরাতে। তবুও অত্যবরূপ, বিশ্বর। কালো ও প্রকাণ্ড এক উদ্ভয়ের অপেক্ষার, নিশ্চিত

আমরা সববেত বলে আছি। আমাদের প্রিয় সমস্ত ফলই পোলাকার ও পতনশীল। দুই পাশে কালো হলুদ ভোরা ও নিরেট গ্রানাইট।

৫. আগুনের অভ্যন্তরে একটা হিম নিটোল হাত আছে, মনে হোল। মনে হোল, জলের প্রবণ উর্দ্ধচাপের মধ্যেও রয়েছে একটা লাল সংলগ্ন পাথর। ধাতুবিদ্য আমরা, তবুও, আজ অবধি বৃত্তিতে সমন্বিত হ'য়ে, ভিত্তি, মা ডেকে, তৃপ্তি পেলাম না। কতবার জগাধারে, শৈলাবাসে, প্রকৃত রজোড্রেনড্রেনের জানালার গিরে বসা হোল। কিরে এসে, অজিসে পর্বদে কর্পোরেশনে নতুন টেবিল সাজলাম। ধোঁয়ালে লেখা হোল, পুনরায় 'শ্রী' ও 'সিদ্ধি'। জের হাতে বাস্তবী এসে গেছে নোনালো 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ...'। সেই আয়ামতেদারায় প্রের-বোধক স্থানের পাত্র হাতে আমাদের বহুগত 'ক'ক চোখে কেটে গেছে।

৬. নিকুপায় আমরা সন্তানের নাম দিয়েছিলাম 'জয়' ও 'শান্তি'। মনে হয়েছিলো, পশমের কথলে বুঝিবা আমাদের মানায়। আমরা পশম কিনলাম। তারপর একদিন, সহসাই, এমন কি সমূহ অন্তর্বাস খুলে কেলে, আরও, সর্বস্ব মূল্যে চেয়ে দেখা গেল, যার না। তখন আমরা অক্ষর ভাঙ্গলাম, ইতিহাসের পাতা কুটি কুটি করলাম। কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পাতায় এসে থমকে দেখলাম, প্রবল নীল রঙ ও ক্যান্ডার ওয়ার্ড। স্বর্গ থেকে বেরিয়ে শেষ নর্সিটির মাঝে ভোরের আলোয় জললের দিকে বহুদূরে ; দুধারে হলুদ পলাশ ফুটেছে।

৭. রাত্রিকপ ও ঘনরূপ, এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী রেখার আজ আমরা খণ্ড : অহুশোচনা নয়। অর্চনা নয়। প্রথা নয়। পরিবর্তন নয়। কাপুরুষতা নয়। লোভ নয়। শিলালিপি নয়। সংঘম নয়। সত্যপ্রহ নয়। পর্যাবাস্তব নয়। উপকরণ নয়। কোলাহল নয়। গোপানশ্রেণী নয়। পর্বতাতোষণ নয়। জগদ্বেষতা নয়.....

হেকিম সাহেব

বর্ষানন্দ পরে হেকিম সাহেবের সঙ্গে। ঐ ঘিনি আমার একুশাতি বাহার এ্যাডভাইস করেছিলেন। নানো ব্যাধিতে আক্রান্ত আজকাল তেমন আর দম পাটনা। বলশুম, বেদম সর্দি কাশিতে ভুগছি, নাক শুকোয় না। একটা জরিনুটি ছাড়ুন। ঐ যে আপনি 'একুশাতি বাহার রমণী খোশ' দিয়েছিলেন তার ধাক্কার এডভাইস চলল।

অনুগ্রহ বলতে মনে পড়ল, মাড়ির দাঁতে বড়লড় গর্ত হয়েছিল। সাহেব কাটা, গমের ধানা সবই আটকে যেত। প্রাণে ধরে সে দাঁত তুলে ফেলব, শুভ।

একদিন সেই গর্তে একটা টম্বাটো বীচি আটকে গেল। বত খোচাখুচি করি মাল বেরোয় না। খচখচ করে। জ্বিতের ভগ্না দ্বিগুণে কিছু করা গেল না। দিন তিন চার পর জ্বিতের ভগ্নার বেরিয়ে এল। দেখি বীচিতে অকুর। দাঁতে একটা টম্বাটো চাক, রোমাঞ্চিত হই।

এসব শুনে যোগেন আমাকে বলেছিল, টম্বাটোতো ও, হো-হো হতেই পারে। একবার ধাপায় গিয়েছিলুম। শীতে। লাল টুকটুকে টম্বাটোতে—কেউ লাগায়নি—ও-হো-হো নিয়ে থেকেই ওলব—ও-হো-হো কেউ লাগায়নি।

এসব আমি জানব কি করে। এরপর একদিন বায়ান্নবের বেসিনে হরত হাত বুতেই গিয়েছিলুম কিংবা সুরমা ছিল না চা-ও হতে পারে।

সম্ভবত সে অত্ৰাণে আমি একাই বাড়িতে।

ধর। যাক চারের জল বদাতে গেছি। কলের পাইপ, ব্যবহৃত জল বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাকরি থেকে খান তিন চার সফ্র স্তোয় মত কেঁচো প্রায় কণা তুলতে তুলতে। ওঃ মা!

একা সেই কিচেনে। আর কোন প্রাণী নেই। আমি সেই কালাতক তর থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। যেন তিনটি কণা তোলা শব্দচূড়। কেঁচো তিনটি ছুঁচলো যুগু তুলে নড়ে চড়ে। তাবতে পারি না এরা কিতাবে আমার

কিচেনে আলমশ পেরেছিল। এ সব তিরস্কারও লক্ষ্য করতে হোল। অশ্বত
জলবাহী, আমি কি করতে পারি চোখে জল আসে।

চরিত্র এসব কারণেই নিরাপত্তার কমতি বোধ করতুম। খুব সামান্য উদাহরণ,
বাড়ি থেকে বেহোবার আগে জল খেতুম। যেন একদিন এক্সিডেন্ট হবেই।
আর পথ দুর্ঘটনার রক্তে মাথামাথি কত মানুষকে ধোঁখছি, 'জল' 'জল' আর্তনাশ।
এবং তাদের মতো কেউ কেউ দুর্ঘটনার পর জল খেয়েছিল বলেই আর কেবনি।
রক্তাক্তকে জল মৃত্যু নিশ্চিত। হায় কি আদমি নিষ্ঠুরতা। ফলে খেয়ে বেরোতুম।
কোন দিন ঐ পেন্ডে থাকি রক্তাক্ত।

এই মর্মেই একটা কথা আজ বলতেই হবে। ললিতলা জিজ্ঞাসা করছিলেন,
পুরী মুখার্জীকে মনে আছে? একটা গল্প বললুম। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি
পাহাড়ী হিম। রাত সাড়ে দশ। কাইজার বাংলা, ফুলের মিষ্টি গন্ধ। ভূতের
নীলবস্তা। একটা দুটো করে ত্রিলাওয়ার ফুটছে। বললুম, মহাত্মার ডের গল্প
মনে আছে, খেট পোনার নেউল! পুরবীষি আমার আধখানা পোনার করে
দিয়েছেন, বাকি আধখানা পোনা করব বলে অসংখ্য হজ্জতুমের ছাই পায়ে
ঝেখেছি। গোল না।

এখন হুসর ছাই—এ আকাশের নীল ঢেকে যাচ্ছে।

বললুম, হে কিম সাহাব বুকে কক জমছে, কি করা।

—এতো বাতালীর পেটেন্ট ব্যারাম। দেখবেন বেশিভাগই কফের কগী।

—কেন?

—বাতালী যে মাছ খায়। মাছ জলে থাকে, ঐ হোল গিরে ব্যারামের
কারণ। এখন মাছ বন্ধ করলেই আরাম। মাছ জল নিরে বুকে বাসা বাঁধে!

হে কিম সাহেব ইউনানি কেতাবের একশ ছাব্বিশ পৃষ্ঠার দশ দফা কাছন হুয়
করে পড়তে থাকেন। হেরি গ্যানেব আলোছারা নেবু কোপ থেকে জোনাকি,
ভূত একে একে ক্যাচার বেড়ার ধার ঘেঁসে দাঁড়ায়। উৎসব মার্কা নৃত্য।

হে কিম সাহেবের নতুন বিবির রাজা টুকটুকে সৌন্দর্য হাত কালো কিম বোরখা
থেকে টানা বেহিরে আসে।

—চা লিন বাব।

আমি কেমন আছি

কেমন আছো ? দারুণ । বউ বাচ্চা ? সব ভালো ।

কেমন আছো ? এই । আর সব ? চলছে ।

না ভেবেই জবাব দিচ্ছি । আসলে এসব মিথো নয় । অন্য কারো প্রশ্ন করাটাই মিথো । এই পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব জড়িয়ে থাকার ব্যাপারে সবচেয়ে জরুরী কথাটাই কেমন ক্যাঙ্করালি এন্ডারস্ট চুড়ো থেকে হঠাৎ পা শিছলে পড়ার আগ্রহ আসলে ভাটিংগো যেমন মোটর সাইকেলে নব্বই থেকে একশোর দিকে কাটাটা ঠেলে দিতে দিতে পেছনের চাকার পেয়েক চুকিয়ে দিই এক হাত পা ছড়িয়ে টালমাটাল সময়ের রোমাকে পুলকিত শ্বৈব্যারে তারি ঐ পেছনে চুকে যাবার ব্যাপারটা অথচ যা কিছু থাকবে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেমন গুপ্তপন্থ বা ছবি বা পারিবারিক সচ্ছলতা ভবিষ্যৎ আর কি তা সবই শুঁচিয়ে দেবার প্রবণতা আমার ভিমুখ শুধুকে উড়ে দেয় বচাবর আর তারি দূরে বসে আর দেখি সেই দু' নম্বর আরম্ভে যাকে ক্রমশঃ সর্বজনগ্রাহ্য ক্রমশঃ ভালোবাসার ক্রমশঃ ইতিহাসের দিকে পত্তিশীলিত করে তুলতে তুলতে নিজের সর্বশ্ব উজাড় করে দিই অনবরত নিঃশ্ব হতে না চেয়েও নিঃশ্ব নিঃশ্ব নিঃশ্ব হতে না চেয়েও কান্না চেপে যাবার সত্যতা যে আমাকে শেষ করে তা কেন স্বীকার করবো যেন এতে অপমান আছে আমার চালাকির ছুটো রিপু কথা হয়ে ওঠেনি এসবই সমস্যাভাব সময় জ্ঞানের অভাব বা হাই তাবো আমি তো এটাই জানি যে ক্ষমতাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু যেন বা প্রকৃত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মাকুতন্ত্র পিতৃতন্ত্র আরতো পরিভ্রম কোনদিনই স্থখে থাকতে পারলাম না ঐ ক্ষমতার জন্তই যা আমাকে আজও গাড়ার আত্মহত্যার প্ররোচিত করে ছেড়ে যেতে চাই পেছনের পেয়েকের ক্যাঙ্করালি সত্যবনা মিথো প্রমাণিত করে বলতে চাই—হ্যাঃ হ্যাঃ ! এই ভাখ এই ভাখ এই এই এই ।

দেবজ্যোতি দন্ত

ছি: ছি: ! এস্তা জঞ্জাল !

আমি যে ভাল মানুষ জানি, ও কথা আমি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তুমি কে? না, আমি ভালমানুষ। লোকটিকে আমি জানি সে ভালমানুষ। নির্ভাল নিপাট। এই ভালমানুষের লোভ সাম্রাজ্যে পারি না। ভালমানুষ সেজে থাকার কথা আমার নয়। তবু শাজ্ঞ। একজন ভালমানুষ এ দুটি শব্দ, মাত্র দুটিই, শোনার জন্য মানুষ হয়েও 'কান পেতে বই'। 'আমি শান পেতে বই, ও আমার……।'

এভাবে দেখতে গেলে কত নীত কত গ্রীষ্ম। কত দুই কতুর মাকামাকি। হুতমা ওই মাকে মাকে ছুঁবিনীত হয়ে ওঠে, বলে, মার কাড্ড মার কাড্ড মেয়ে কেঁটিয়ে বিদেহ কর। এবং সত্যি সত্যিই গাছ কোমর বেঁধে। আমি ওখন হাঁটু না ভাঙলেও, নৃত্যের মুদ্রা জানা না থাকলেও (অথচ ভালমানুষ বলে, নৃত্যের কতিপয় মুদ্রা যে আমিও জানি সে কথা এদিক ওদিক জানান দিয়ে থাকার লোভও থাকে) ওর সামনে বলে পড়ে, গলা ছড়িয়ে বলি না-না-না—হজিঁনা তার চে তুই বল……।

তা সেই দুই কতুর মাকামাকি। মনে করা যাক সে সময় গভীর রাত এবং গভীর নীত। রাত গভীর কখন হয়? রাত্তা ঘুমে আচ্ছন্ন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন, যে কোন একটা। এই তাবেই গভীর অথবা গভীর নয়। আমি মেখেছি এক যুবক জনহীন পথে হাঁটছে। একা। এই একা শব্দটিই আমার কাছে ভরাবহ। মুহূর্ত্ত প্রমোদেও আমি ঝাঁকে উঠি। হয়তো এই একা হবার দায় আমার ঘুমের মতোও বইতে হয়। না হলে একা ভয়ঙ্কর শাসনোৎকর্ষী মনে না পড়ার মত যন্ত্রে কেন্দ্রে তানাই? সেই যুবক একা হাঁটছিল। হাঁটছে যেখে 'আমরা দুজন' হবার দায় আছে। সেই প্রথম। আচ্ছো আমরা দুজন। 'গেদিন দুজনে দুলেছিহ'। আচ্ছো, এখনও আমরা দুজন। কুড়ি কুড়ি বছর জীবন পেরিয়ে গেল। আমার ভালমানুষের চাল একটুও এদিক সেদিক হল না। কানের কাছে সেই দুটি শব্দ উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছো।

সেই দুই কতুর মাকামাকি একবার, সে কেবল একবারই।

আ: আবার সেই আলো ছায়ার খেলা। মনে পড়ার কথা নয় তবু পড়ে। দৈববাণীর মতো শোনাল। আলোও ছিল ছায়াও। ভূমিষ্ঠ শব্দটি বড় বন্ধক। আমি কি জানি আমি ঠিক কোন সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। অথচ লোকে বলে। আলো ছায়ার যে কোন একটি বহি থাকতো তাহলে হয়তো বলা শব্দ ছিল যে ভূমিষ্ঠ হবার সময় থেকেই ভালোমানুষ।

সমকালের পর্দায় সমাজ সমস্যা ও মানবসম্পর্কের ছবি

চলতি গড্ডল-গীতির বাইরে আধুনিক ভারতীয় ছাত্রাছবির জগতে যে সব ছবি ইন্দ্রানীং তৈরী হচ্ছে, প্রতিভাবান ও অচন্দ্রবিশ্ব নিরীহাভা নানাধর্ম বিচিত্র পথে যেসব পরীক্ষানিষ্ঠা করেছেন, সেখানে তাঁরা কেউ-কেউ ঘনিষ্ঠ কখনও বিশেষ কোনো ফর্মার প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েও থাকেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মধারায় যে বর্ণনা চেহারাটি পরিষ্কৃত হয়, যা আমাদের মতে যথেষ্ট আশাশ্রয়, তাকে বিশেষিত করতে গিয়ে আমরা কোনো পূর্ব নির্ধারিত নমুনা ছকে দিতে চাই না। এই আধুনিক পরীক্ষাধর্মী ধারাটির ঝোঁকগুলোর পরিচয় নিতে তুলে ধরা যেতে পারে সমকালীন ছোটবড় পর্দায় প্রদর্শিত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কয়েকটি ছবি, যার সময়কাল মোটামুটি ১৯৮০-৮৫।

জোছন দস্তিদারের “প্রাইমিটিভালিস্ট” ছবিটিকে, কেন জানি না, অনেক পত্রিকাতেই বিতর্ক সমালোচনা করা হয়েছে। ছবিটি দেখলে প্রথম নজরেই একে ষাণিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প বলে চেনা যায়, এটাই মনে হয় এই পরিচালকের তৈরি প্রথম ছবিটির শব্দে বড় কৃতিত্ব, ছবিটির অন্তর্য দুর্বলতা যাই থাক। এটা উল্লেখ করার মতো এ কারণে যে, বাংলার পর্দায় ষাণিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে ছবির এমন রূপায়ণও আমরা দেখেছি, আর পাঁচটা ছবির সাথে যার কোনো চারিত্রিক ফগাক মজরে পড়ে না। ভূমিকালিপির সাথে সাথে টুকরো টুকরো পুস্তকের মাধ্যমে নারকের জীবনের পরিচয় তুলে ধরা, সেই সব ছবির কয়েকটি বিশেষ অ্যাংগেলের নামানিক এফেক্ট—এগুলো মনোযোগী পরিচালকের মূর্নিহানার পরিচয় বহন করে বলেই আমাদের মনে হয়েছে। নিজন জন্মের মধ্যে আহত একটি লোক একা অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে খাচ্চ ও পানীর পথও নিঃশেষিত—এই ভয়ঙ্কর অবস্থা নিয়েই দুর্গন্ধ নাটক হতে পারতো, পরিচালক সে সুযোগ ব্যবহার করতে চাননি, পল্লু নায়ক একটিমাত্র হাতের সাহায্যে কিস্তাবে প্রতিদ্বন্দ্বী খন্ড তিথিগীটিকে হত্যা করলো নেটাপু স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি—যেসব দর্শক নাটকীয়তা চান, তাঁদের কাছে এগুলো হয়তো ঐতি, কিন্তু একটি

যথার্থ ছোট গল্পকে টেনে বড়ো করার অথবা চোঁটা না করার সংযমটুকু অবশ্যই মনে রাখবার মতো, যার ফলে এটিকে একটি নিটোল ছোটগল্পই মনে হয়।

গৌতম ঘোষের 'দুখল' কাহিনী এবং নির্মাণ দুমিত দিয়েই অনেক গলে এবং জোতদারদের সংগঠিত শোষণ আর অত্যাচার দেখাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এর ফর্মগাটি এতদিনে বাংলা ছবিতে স্থপরিচিত, সেটিকেও আর নতুন বলা যাবে না। সে হিসেবে বক্তব্যের দিক দিখে এ ছবিতে কোনো এম্বোপরিমেট নেই। শুধু যাহাবর কাকমারা জাতের ঘটনা ছবি পাওয়া যায় সেটুকুই অভিনব। কাকমারাদের 'জাতে ওঠা' মেয়ের ভূমিকার সমতাশংকর হাপটে অভিনয় করলেও তাঁর চেহারায় চরিত্রটিকে দুখী বা নির্ধারিত মনে হয় না। সে স্বামীর ভিটের দুখল ছাড়তে যখন অস্বীকার করে, সেটাও কিছু দারুণ মহৎ কোনো মুহূর্ত সৃষ্টি করে না। এটাকে মানবচরিত্রের হৃদয় বৈচিত্র্য হিসেবেও নেওয়া যায়, কিন্তু ছবিটিতে মানবিক সমস্যাবিচারের কোনো আবহ তৈরি হয়নি সামাজিক ক্ষয়বিস্তারের বৈচিত্র্য ও সংঘাতের চড়া স্বরে এটি আগাগোড়া ধাধা।

ছবিটিতে ভিটেলের ভাষা অত্যন্ত ঘন্থে করা হয়েছে, অনেক দৃশ্য ছবির মতো একেবারে, যে কোনো একটি কাহিনীর রূপায়ণ হিসেবে দেখলে একজন প্রতিভাধর পরিচালকের ঘষেট চাপও পাওয়া যায়। কিন্তু এককম একটি সরলবৈধিক কাহিনী বা বক্তব্যের আঙ্গকের মিনে বিশেষ কোনো তাৎপর্য আমাদের কাছে ধরা দেয় না যা সত্যিকারের মহৎ নির্মাতার কাছে মনস্তর্ষক সবসময় প্রত্যাশা করেন।

তপন সিংহের 'আদামি আগর আগর' টিভির জন্য তৈরি কাহিনী চিত্র এবং জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ছবিটির সংলাপে বিহারের আঞ্চলিক ওস্তাদত্বা ব্যবহৃত হলেও এটি একটি নির্ভেজাল মানবিক সম্পর্কের কাহিনী, সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক আলোড়ন আন্দোলনের কোনো আঁচ নেই, এমনকি সত্যজিৎ রায়ের টি ভি. ফিল্ম 'সঙ্গতি'র মতো কোনো স্থপরিচিত সমস্যাতে তুলে ধরাও স্পষ্টতই এর লক্ষ্য নয়। দুর্ভাগ্য বলে খ্যাত একটি লোকের সাথে পথে এক অন্তঃপত্তা অচেনা মেয়ের পরিচয়ের কাহিনীই সরলভাবে দেখানো হয়েছে। এমন একটি লাক্ষ্যমাটা ছবিকে [অমল গালেকরের অসাধারণ অভিনয় মনে রেখেও] ভারত সরকার কেন পুরস্কৃত করতে গেলেন, সেই সম্বন্ধে যারা প্রশ্ন করেন তারা হয়তো মানবিক সম্পর্কের বাইরেও ভারী কিছুই ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারেন, গণমাধ্যমগুলোতে থাকে 'জাতীয় সংহতি' বলা হয়। হাস্যাত্যালে নিবন্ধে

প্রসবের পর পক্ষে বিবর্তিতা নারীটির পরিচয় পুস্তকটি যখন জানতে পারে, যেহেতু মূলমান খেনে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, এ ক'বিনের নিঃসঙ্কোচ বন্ধুত্ব লয়েও। আমাদের জাতি পরিচয়গুলো এমনই কৃত্রিম, একথাই কি পরিচালক যেখানে চেয়েছেন? যদি চেয়ে থাকেন, তবে সেটা উপরি-চাওয়া এবং সেজন্যই হয়তো তার পুরস্কার পাওয়া!

প্রকাশক ঝা'ন 'ল্যাম্প' ছবিটিও রজতকমলে কুচিত। একজন নিহারী তরুণ গতাত্তিকতার হাটবে ছবি তৈরি করেছে, তাও জমিদারী শোষণের বিষয়ে, এ ব্যাপারটাই আমাদের কাছে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য—বিহারকে ঘরা কিছুটাও জানে। ছবিতে গ্রামের পকারেতে নির্বাচন ও জাতপাত নিয়ে দলদলির ছবি খুব প্রামাণিক [তুলনীয় 'পার']। মিথ্যা দ্বারে মতাজনের তার সখী খাতকটিকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর ঘটনা হয়তো 'আক্রোশ'ের গুপ্তপত্রিক মনে করায় (সেখানেও এককম মিথ্যা দ্বারের ঘটনা), কিন্তু এই ক্রমকটি যখন কাঠগড়ার দাঁড়ায় তখন তার চোখে অস্বস্ত: 'দুগদা'র মিথ্যুনের ফাঁসির আদেশ শোনার বিশ্বটুকুও চুটে ওঠে না, সে যেন তার ভবিষ্যৎ আগে থেকেই জানে। এরকমই পূর্বনির্ধারিত কোনে: হয়ে কাহিনীর গতি পরিণতি যেন আগাগোড়া বাধা। এই কন্স'ল-অভ্যুত্থির বোকেই গল্পটা শেষপর্বে বর্ষকের ইচ্ছাপূরণ হয়ে যায়—শ্রীলা মহম্মদার, ফাঁসির আসামী সেই খেতমজুরটির স্ত্রী, কোনে: সংগঠিত প্রজ্ঞতির প্রকাশ ছাড়াই 'চাকভাড়া মধু'র কারদার হঠাৎ চুরিকাঘাতে মতাজনটিকে খুন করে। বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত হলে স্বীকার করতেই হবে, এমন ঘটনা লচরায় ঘটে না, যার জন্ত মহাজনটি বা বর্ষকের কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ছোট প্রলোভনটুকু জয় করতে পারলে প্রকাশের এই ছবি আরও পরিণতি পেতো বলে আমাদের ধারণা। অনেক ভালো ছবিতেও যেখানে আকলিক ভাবা-রীতিক আদর্শ এড়িয়ে যাওয়া হয়, সেখানে এ ছবির বিশেষ সঙ্গর কাহিনীর সলাপ বা খুবই স্মার্ট এবং অকৃত্রিম।

এসব বিচারে গৌতম ঘোষের 'পার' অনেক বেশি নিখুঁত ছবি। প্রথমার্ধে জমিদারের সংঘর্ষ চক্রান্ত, উৎপীড়ন, তোট, প্রমিক আন্দোলন, কুমিলেনার সন্ত্রাস ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক ছবির মতো এসেছে—'রখলে'র মতোই লব্ধ নিপুণতার গৌতম ডিটেলের কাজ করেছেন। কুমিলেনার গণহত্যার উপস্থাপনা যথেষ্ট সাহসিক যদিও এর পরিকল্পিত খুন ও পাগটা খুনের ঘটনাগুলোর আপাতদৃষ্টিতে মিল আছে 'চোখ' ছবিটির এবং কিছুটা 'দুহৃৎ'

ছবি। কিন্তু সেখানে লড়াই ছিল কারখানা মালিকের সাথে, জমির মালিকের সাথে নয়। 'পার'-এ দু'টি হত্যাদৃষ্ট যেভাবে রূপায়িত করা হয়েছে, এমন পরিচ্ছন্ন কাছের প্রত্যাশা না করে পারা যায় না।

গণহত্যা ও মর্যাদা থেকে পালিয়ে একটি ক্ষেতমজুর [মালিকদ্বিন শাহ] ও তার অস্ত্রমত্তা স্ত্রী [শাবানা আজমি] কলকাতার যখন কাছের মন্ডানে আনে— তখন ছবির দ্বিতীয়ার্ধ হয়ে ওঠে যেন সম্পূর্ণ অন্য একটি ছবি—কেবল মানবিক সম্পর্ক যার উপলব্ধি, কোনো রাজনৈতিক কচকচি নেই—তারা একটি কবিতার মতো। সুরাঙ্গদ্বায় একপাল শুওরকে পার করে এই সম্প্রতি তাদের একমাত্র উপার্জনটি করে। প্রচণ্ড শ্রমের শেষে গর্ভের সম্ভাবনা বেঁচে আছে কিনা, মন্দেহে বিভ্রান্ত স্বামীটি যখন তার স্ত্রীর পেটে কান পাতে, তখন যেন কানে শুওরের ডাক ভেসে আসে—অপূর্ব এই ইকিত্তধর্মী ট্রিটমেন্ট! এ ছবি দেখলে যেন দুটি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা হয়—দু'জাতীয় ছবিতেই গৌতমের দক্ষতা প্রদর্শিত। সব মিলিয়ে 'দখল' ছবিটির তুলনায় 'পার' বেশে আমরা তুলি পাই অনেক বেশি।

ভারতীয় পরিচালকের আধুনিক ছবিগুলোতে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাগুলোকে নাড়াচাড়া করবার একটা প্রবণতা যদি লক্ষ্য করা যায়, তা হলে একথাও বলতে হবে যে, চিরকালীন মানবিক মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতারও কোনো অভাব সেখানে নেই। হয়তো তরুণতর পরিচালকেরা সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে বেশিমাাত্রায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তবে তাঁরা যে চিরকালীন সম্পর্কগুলোর বহুস্তরীয়তা ও তার শৈল্পিক শর্তগুলোকে উপেক্ষা করছেন না, এটা নিশ্চয়ই আশার কথা। এই দু'জাতীয় প্রবণতার পার্থক্য মেগবন্ধনের একটি ভালো দৃষ্টান্ত হিলেবে গৌতম ঘোষের 'পার' আমাদের বহুদিন স্নেহ থাকবে।

প্রবাহিত শিল্পের ধারা

রাজধানী, মহাবাণ্ট্র সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারত ও মধ্য ভারতের কিয়দংশের স্থাপত্য ও চিত্রকলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকলেও আধুনিক চিত্রকলায় বিকাশের প্রেক্ষিতে স্বীকার করে নেওয়া ভালো। উনিশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় শিল্প-ধারা ভারতীয় কলাক্ষেত্রে প্রভাবিত করে রেখেছিল। রাজধানীর মিনিয়ের চিত্র, মোগল চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পটশিল্প, উড়িষ্যার বিষ্ণুপুরের ধাতু ও পোড়ামাটির শিল্প, দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতের ধাতু শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি, কাঙড়া তালির শিল্প ধারার সঙ্গে এ দেশের মানুষ পরিচিত ছিলেন এবং বিকশিত, বিচ্ছিন্ন হলেও এই সমস্ত শিল্প ধারাগুলি পশ্চিমী বিশ্ব থেকে আগত শিল্পধারা থেকে ঘেঁষে উৎকর্ষের ছিল না একথা অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে কালীঘাটের পট শিল্পের প্রবর্তন ও ১৮৫৫ সালে কলকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলের প্রবর্তন, রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র প্রমুখের সমবেত প্রচেষ্টায় ভারতীয় ঐতিহ্যসূচী শিল্পের রূপাঙ্কন অবেশ্য পর্যন্ত দীর্ঘ সময় একটিকে পশ্চিমী শিল্পের অঙ্গস্বরূপ এবং অন্যটিকে পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্তি কীভাবে এক ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, তার বিস্তৃত পর্যালোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটুকু স্বরণযোগ্য, দ্যাস্টেল সাহেবের সময় থেকে প্রথমে ক্র্যাকটু পরে স্ট্রাকচার-এর চর্চার মাধ্যমে রূপভঙ্গুর বিকাশে তদানীন্তন একশ্রেণীর শিল্পী নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অবনীন্দ্রনাথের সমকাল-চেতনামূলক চিত্র ; নন্দলাল, কিতৌর মজুমদার প্রমুখের ভারতীয় রূপাঙ্কন অবেশ্য ; রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মননশীল চিত্র প্রকৃতির সঙ্গে বেঙ্গল স্কুলের চিত্র রীতি ; ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলের চিত্র রীতি ; ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্প রীতির মাধ্যমে পরবর্তীকালের গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন ক্রমশঃ প্রভাবিত করে ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রান্তের শিল্পীকেও।

বিশেষতঃ “ফ্যাসী বিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন অক্সফোর্ডের
 দ্বারা অভিনবিত ক্যালকাটা গ্রুপের প্রেরণায় দেশের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীরা
 গোষ্ঠী আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের প্রসারে নিজেদের
 সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা অতিরিক্ত কল্পনা-
 বিন্যাস, অতীত চারিত্র্য, সমকাল-বিমুখতা ও অন্ধনগত যাবতীয় অস্পষ্টতার বহলে
 চেয়েছিলেন শিল্পে মাত্রবের পুনর্বাসন, সমকাল চেতনা এবং বিশ্ব শিল্প সভ্যতার
 সঙ্গে আত্মিক যোগ ঘটাতে। এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা প্রত্যেকে আলাদা দীর্ঘতায়
 চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য করলেও পারস্পরিক চিন্তাভাবনার আদান প্রদান যারফলে
 এবং একই আদর্শের শরিক হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর করতে চেয়েছিলেন।” এরই
 পরে আধুনিক শিল্প প্রসারে গড়ে ওঠে কান্স্ট্রাক্টিভ গ্রুপ, বয়ে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ, দিল্লী
 শিল্পীচক্র, মাদ্রাস আর্টিস্ট গ্রুপ।

প্রদোষ দ্বন্দ্বপ্রেরণ এস. আর. দ্বন্দ্ব রোডের বাসভবনকে ঘিরে গড়ে ওঠে।
 ক্যালকাটা গ্রুপের প্রাণরূপ পাল, রবীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, শুভো ঠাকুর,
 হেমন্ত মিশ্র, রবীন মিত্র, পরিতোষ সেন প্রমুখ শিল্পীরা এক সময়ে চিত্রজগতে
 মুক্ত বাতাস আনাতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও ব্যাপকভাবে পাক্ষাত্য রীতির
 অক্সফোর্ডের রবি বর্মা, শমী হেন্স, নলিনী নাগ, যামিনী প্রকাশ প্রমুখের চিত্রধারা
 দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করেনি, তবুও একথা অবশ্যই স্বীকার্য, তাঁদের চিত্র-সাবন ও
 চিত্র-করণের দক্ষতা কোনো অংশে কম ছিল না। নব আন্দোলনের জোয়ারে
 গা ভাসালেও ক্যালকাটা গ্রুপের সব শিল্পীই যে পাক্ষাত্য দ্বন্দ্ব-মুক্ত ছিলেন,
 একথাও সঠিক নয়। সবকিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে ঘোষণা প্রদর্শনী; পারস্পরিক
 দ্বন্দ্ব সম্পর্ক স্থাপনে যদিও তারা অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

সমসাময়িক সময়ে বা সামান্য আগে পরে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সত্য
 ক্রিয়াক্ষেপ রেখেছিলেন যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, চিত্রাশ্রমি কব,
 হরেন দ্বন্দ্ব, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীরা। রামকিশোর বেইজ, নীরদ মজুমদার,
 চিত্তপ্রসাদ ছাড়াও দেবব্রত দ্বন্দ্বোপাধ্যায়, গোবর্ধন আশ, সত্যেন ঘোষাল, শুভেন
 দ্বন্দ্বাল, হেমন্ত মিশ্র, আশু দেব, সূর্য রায়, দিলীপ দ্বন্দ্বগুপ্ত প্রমুখের ছবি বা
 ভাস্কর্য নিয়ে যে কালপর্ব, যে দ্বন্দ্বাবাহিকতা তার ব্যাপকতাও কম নয়। অবনীন্দ্র
 গঙ্গোপাধ্যায়-রবীন্দ্র-নন্দলাল ও বিনোদবিহারী-রামকিশোর সহ সন্ধিতদীন আহমেদ,

অসিত হালদার, কালীশৰ ঘোষাল, রহমান চুগোটাল, শান্তাধেবী, প্রব্রেন কব, সমরেন্দ্র গুপ্ত, চিত্তপ্রসাদ, গোবর্ধন আশ, আহিনাথ মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে, গোপাল ঘোষ, রমেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ তেল রঙ, জল রঙ, রেখাচিত্র ও ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে নতুনতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন সমকালী চিত্রশ্রিয় মাহুঘদের।

পরবর্তী পর্যায়ে চিত্র-ভাস্কর্য ও ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে ক্রিয়া কৌশলগত দক্ষতা, নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় শিল্প। পরিণত প্রতিকল্পন পড়েছে বাংলাদেশের শিল্পীদের মাধ্যমেও। একদিকে শান্তিনিকেতন, অঙ্গদিকে সবকাতী আর্ট কলেজকে বিরে আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষুদ্রিত্তে যে কর্মজন্মের সূচনা হয়েছিল, সারা ভারতে সম্প্রদায়িত হতে হতে তা নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। পঠন বিজ্ঞান, বর্ণবহন, আঙ্গিকগত ভাবনার ইদানীংকার চিত্রে ক্রিষ্ণ জটিলতার প্রভাব পড়লেও খেমে থাকেনি কর্মোচ্চম। খেমে থাকেনি ভাস্কর্যের বিজ্ঞানের নবতম সংযোজনটি। স্রীতা মুখার্জি, পরিতোষ সেন, শান্ত সাহিত্যী, অমিতাভ বানার্জি, বিজয় চৌধুরী, দলিল ভট্টাচার্য, গোপাল দাস্তাল, রবীন মণ্ডল, শর্বাটী রায়চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, স্রায়ল হস্তরায়, অনিলবণ সাহা, ঈষা মহম্মদ, অলাচৌ, মনং কব, বীরাজ চৌধুরী, লালুপ্রসাদ শা, গণেশ হালুই, নিখিলেশ দাশ, চাঁক চক্রবর্তী, সুহাস রায়, ফাস্তুনী দাশগুপ্ত, গণেশ পাইন, বিপিন গোস্বামী, শুশুনাথ সিংহ, ফুলচাঁদ পাইন, মাধব ভট্টাচার্য, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, সুনীল দাশ, যোগেন চৌধুরী, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. আর. পানেশ্বর, বরুণা সাহা, মৈত্রেয়ী বানার্জি, বিকাশ ভট্টাচার্য, অলোক ভট্টাচার্য, তপন ঘোষ, শুভাপ্রসন্ন, অনীতা রায়চৌধুরী, ওয়াসিফ আর. কাপুর, তিলক মণ্ডল, সমীর মণ্ডল, অশোক ভৌমিক, সাধন চক্রবর্তী, মানিক তালুকদার, চন্দন দাশ, জয়া গাঙ্গুলী, চিত্রতাহ মজুমদার, যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, শেখর রায়, অশোক মল্লিক, স্রায়ল রায়, বিমল কুন্তু, সুশান্ত চক্রবর্তী, আহিতা বলাক, মনোজ দত্ত, রাঅহুয়ার সাদা, তপন মিত্র, গোপীনাথ দাশ প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা ছবিই হোক আর ভাস্কর্যই হোক, স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধারাবাহিক শিল্প আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের ক্ষুদ্রিত্ত ইতিবাচকতা নিয়ে বিচার-বিলেখন হবে ঠিকই কিন্তু চিত্র ও ভাস্কর্য চর্চায় তাঁরা যে দর্শকের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে চলেছেন, অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করে চলেছেন, মানসনিক বোধকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত সত্য। সুতরাং “পাশ্চাত্যের উচ্ছ্রিত্ত ও প্রাচ্যের অপুষ্টি সমকালীন শিল্পকে প্রাণ

করেছে" বা "ইমপ্ৰেশনিস্ট, এক্সপ্ৰেশনিস্ট, কিউবিস্ট, ফিউচারিস্ট, স্যামারালিস্ট, সুপার স্যামারালিস্ট, রিয়ারলিস্ট, বা স্মার্টলিস্ট অস্তিত্বের ভূমিত হয়ে কেউ কেউ বাজার গরম করে রেখেছেন"—এ জাতীয় নেতিবাচক ও রাষ্ট্র মন্তব্যে এক কথার ছন্দো বহুরের পরাধীনতা জনিত শৈল্পিক না-আত্মপ্রকাশের মানি ও প্রভাবিত শিল্পসম্প্রদায়টি অস্বীকার না করে, পরবর্তী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিল্পীরা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পের রূপান্তর অধেবধে নিজেদের কোন্ জটিল অবস্থার মধ্যেও নিয়োজিত রেখেছেন, সেই আলোচনাই বর্তমানে প্রয়োজন আমরা জানি, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় শিল্পের ধারা। এও জানি, "শিল্প মাজেই অন্তর্নিহিত সত্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়" এক সময়ে।

□

□

এই সংকলনে ছুইং এবং লংগ্গিট ব্যাপারে সাহায্য করেছেন :

উদীচি সাহিত্যপত্র (শান্তিনিকেতন), কালানন্দ, কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস্ ও ক্যালকাটা পেন্টার্স।











21/08/2014

Rajiv



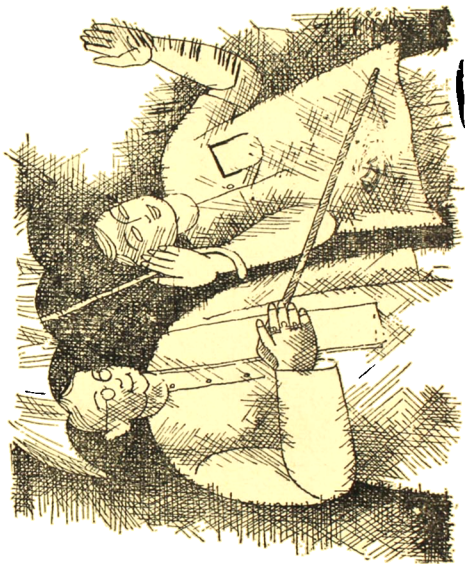






দত্ত

























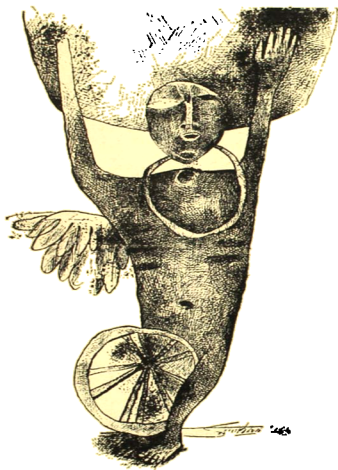


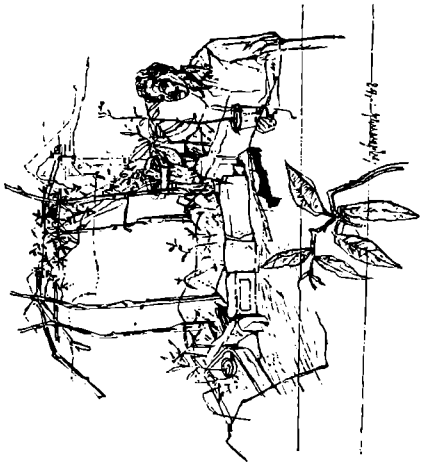




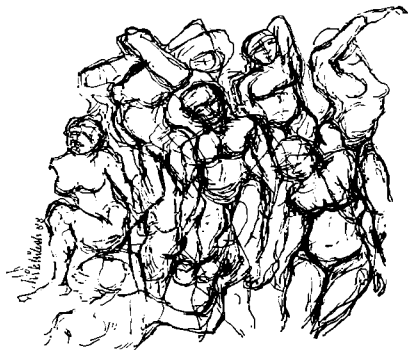
Am
20.3.76



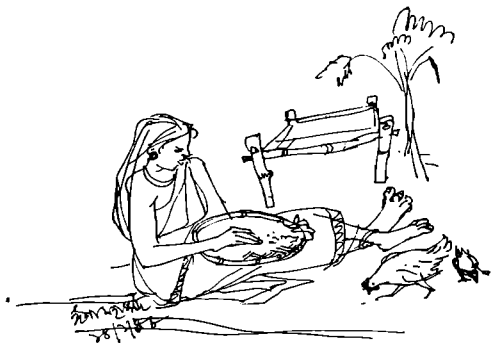


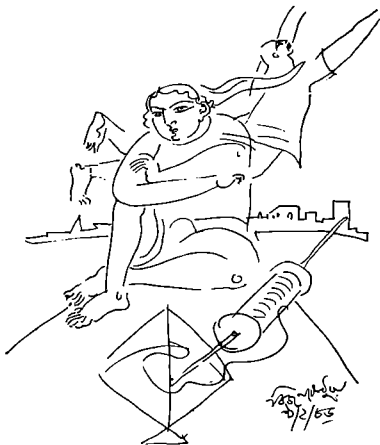


১৭-শ্রাবণ





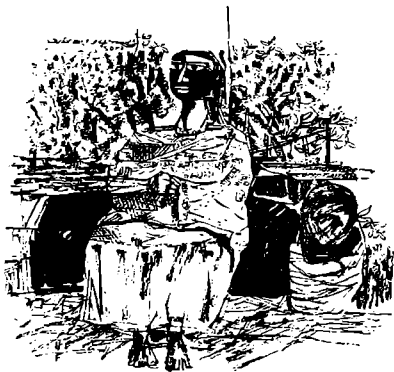








ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ
(Mortality)



আমাদের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

দাদু- কিতমোহম সেন

রবীন্দ্রনাট্যকল্পনা : অন্যান্য প্রসঙ্গ—কানাই সামন্ত

ধ্বনি থেকে কবিতা—সনজীদা খাতুন

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও মুণ্ডক উপনিষৎ—নৃথময় ভট্টাচার্য

ভাষা ভাগবৎ—সম্পাদক নৃথময় মুখোপাধ্যায়

শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ

—ভীমুত্তরাম রায়

শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা ১ম- উপেন্দ্রকুমার দাস

মহাভারতের সমাজ—নৃথময় ভট্টাচার্য

The Emperor of Subordinate Rulers

—D. C. Sirkar 20.00

Indological Studies—P. O. Bagchi 65.00

Development of Mother Goddess Worship

—Vijaylakshmi Chaudhuri 50.00



বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ

শান্তিনিকেতন

COMPLIMENTS FROM

**EAST INDIA
PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED**

CALCUTTA-700071

Compliments from

R. D. CONSTRUCTION

CONTRACTOR

and

GENERAL ORDER SUPPLIERS

AMHERST ROW, CALCUTTA-9

অম্বেশ্বর বই

বাংলা সাহিত্যে এক ঝলক তাজা বাতাসের বতো

সদ্য প্রকাশিত

ব্রাহ্মকথা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র 16.00

ভাষান্তর : জয়া মিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

চিহ্ন 15.00 অমৃতস্য পুত্রাঃ 16.00 দর্পণ 22.00

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অসাধারণ সামাজিক উপন্যাস

চোরাবাবি 16.00

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ

সময় সমকাল ॥ দেবেশ রায়

সৃজনের সমুদ্র মন্থন ॥ কার্তিক লাহিড়ী

কবির কাজ ও অন্যান্য ॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রকাশের পথে

ভালোবাসা/ভালোলাগার কবিতা

প্রিয়তমাসু

সম্পাদনা : অমিতাভ দাশগুপ্ত

জাপানের গল্প

ভাষান্তর : কান্তি চট্টোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

অম্বেশ্বর / কলকাতা

৮৯এ, এন কে ঘোষাল রোড

৭০০০৪২

Best compliments from

India's Premier Seedsman since 1912

SUTTON & SONS (INDIA) PVT. LTD.

13-D. RUSSEL STREET,
CALCUTTA-700 071

Seeds Plants Fertilisers Pesticides
Garden Tools Garden Advisory Service

সার্বক অনুবাদের মাধ্যমে নিজের, প্রতিবেশী, বিদেশী সাহিত্যকে পাঠকের সামনে আনার দায়িত্ব নিয়েছে সাহিত্য অকাদেমি। তারই সাম্প্রতিক প্রকাশনার কয়েকটি :—

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজ্ঞতা মালয়ালাম সাহিত্যিক

তকশী শিবশঙ্কর পিলাই-এর উপন্যাস :

দুকুনকে ধান ১০'০০

চিংড়ি ১৫'০০

মালয়ালাম উপন্যাসিক ভৈকম মুহম্মদ বশীর-এর

নানার হাতি ৮'০০

ওড়িয়া থেকে ফকির মোহন সেনাপতির

উনিশ বিঘা দুই কাঠা ১২'০০

হিন্দী থেকে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর

বানভট্টের আত্মকথা ২০'০০

ধর্মানন্দ কোসম্বীর

ভগবান বুদ্ধ ৩০'০০

তামিল থেকে

তামিল গল্প সঞ্চয়ন ২৫'০০

মূল ফরাসী থেকে ভলভ্যারের

কাঁদিদ ১২'০০

অনুবাদ করেছেন কবি অরুণ মিত্র

সেঙ্গপীঅরের

ওথেলো

অনুবাদ করেছেন সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

এমনি অজস্র ভারতীয় ও বিধ সাহিত্যের অনুবাদ দেখতে পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

সাহিত্য অকাদেমি

প্রধান দপ্তর

আঞ্চলিক দপ্তর

রবীন্দ্র ভবন

রবীন্দ্র স্টেডিয়াম

ফিরোজ শাহ রোড

ব্লক ৫ বি

নতুন দিল্লী-১

কলিকাতা-২৯

ফোন : ৪৬-১৩৯৯

Best Compliments from

W. M. I. CRANES LTD.

10. MIDDLETON ROW, CALCUTTA-700 071

Telephone 29-9558/9, 29-1621

Gram WEMAKEIT

Telex : 7469

Manufacturers of E. O. T. Cranes, Stacker Reclaimers, Bucket
Excavators, Level Luffing Cranes etc etc.

With Compliments

Power Equipments

MANGO, JAMSHEDPUR

27812 & 26211

With Compliments

C. S. DUTTA & BROS

ENGINEERS & CONTRACTORS

24A, BAIKUNTHA NAGAR,

POST OFFICE ROAD,

MANGO JAMSHEDPUR

COMPLIMENTS FROM

M/s. BHARAT ENGG. & CO.

221, ROAD No. 6
SONARI WEST LAYOUT
JAMSHEDPUR

Compliments from

A WELL WISHER

বই তো নয়, যেন রামধনুর রঙ মেখে উড়ে বেড়ানো পাখি কিংবা প্রজাপতি

ছোট্ট পড়ুয়ারা,

চীন সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে আমরা এখন আনছি তোমাদের জন্যে
মনমাতানো অজস্র রং-বাহারে বই। দামে অবিচ্যাস্য সস্তা। অথচ পাতায়
পাতায় যেমন রূপকথার মত গল্প, তেমনি রূপকথার জগতের ছবি। পড়তে বত
মজা, দেখতেও তত সুখ।

এছাড়াও রয়েছে জীবনী, ইতিহাস, গল্প এমনকি চাইনিজ কুকিং-এরও রঙীন ফটো-
গ্রাফে সাজানো বই। একবার আমাদের কাউন্টারে এসে দাঁড়ালে কোনটা
ছেড়ে কোনটা কিনবে, বুঝে ওঠাই মুসকিল হবে তোমাদের।

আমরা বই ছাপি না বিষয় ছাপি



প্র মুখার্জী ব্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ফোন : ৩১১৪০৬ / ৩২১৪৯৯

WITH COMPLIMENTS

BERGER PAINTS

**32, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-700071**

THE WEST BENGAL SMALL INDUSTRIES CORPN. LTD.

(A Govt. of West Bengal Undertaking)

6A, Raja Subodh Mullick Square (3rd Floor)

Calcutta-700 013

**“WBSIC Serve the Small Industries
Small Industries Serve the Nation”**

West Bengal Small Industries Corporation is engaged in the promotion and development of industries in the Small Scale Sector by :

(i) procuring and distributing scarce raw materials to the S. S. I. Units (ii) providing infrastructure facilities (iii) Rendering marketing assistance to S. S. I. Units (iv) Providing financial assistance to sick Small Scale Industrial Units under the line of credit scheme of I. R. B. I. (v) Setting up industrial projects in the public sector as well as in the joint sector.

Thus the Corporation plays vital role in the industrial development, economic growth and employment generation in the State.

For details please contact P. R. O. Phone No. 27-0303-07

COMPLIMENTS FROM

TELELINK NICCO LTD.

**NICCO HOUSE
2, HARE STREET,
CALCUTTA-700 001**

**Telex : 021-2653 NICC IN
Gram MEGOHM Calcutta
Phone : 28-5102 (6 lines)**

WORKS KALYANI, DIST. NADIA, WEST BENGAL

**MANUFACTURERS OF JELLY FILLED
TELECOMMUNICATION CABLES**

Compliments From

D. K. GHOSH & BROS.

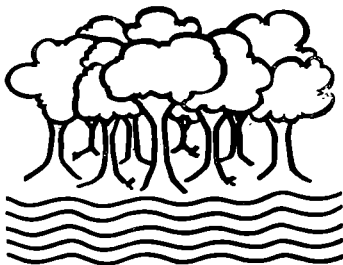
Civil and Mech Engg. Specialist in Fabrication.
Erection, Steam Pipeline

Representative	{	Sri Swaran Singh
		Sri Rana Ghosh
		Post Office Road
		Mango

22, PIPE LINE ROAD

(N-TOWN AREA)

JAMSHEDPUR-831001



JOIN THE WAVE TO SAVE THE GANGA

Bata India has commissioned a Rs 28 lakh Effluent Treatment Plant at Batenagar factory as part of its efforts to save the Ganga.

The river will be clean again. And the trees will stand proud and tall, reaching out into the clear sky.

The Ganga will return to its pristine glory.

And Bata is right there, committed to anti-pollution and ecology.

Bata

A good deal more than good shoes.

WITH BEST COMPLIMENTS

OM SALES AGENCIES

Pharmaceutical Distributors

JUGSALAI, JAMSHEDPUR-831006

PHONE : 27871

COMPLIMENTS FROM

HINDUSTHAN SEALS LIMITED

ADMINISTRATIVE OFFICE :

53, Radha Bazar Lane, Calcutta-700001

26-4903/6237/9287

021-5334 MIPL IN

REGISTERED OFFICE

95/1, Dharamtolla Road, Salkia,
Howrah-711 107

With Compliments

M. A. ENTERPRISES

TRENCHING GROUND ROAD,
CALCUTTA-700 024

With Compliments

NAV-YUG CONST. CO.

36 'A' Block, Straightmile Road,
Dhatkidih, Jamshedpur-831 001

পশ্চিমবঙ্গ সমাজভিত্তিক বনসৃজনের প্রথম পর্যায়ের সাফল্য

- ১। জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য রাস্তার দ্বারা গাছ লাগানো হয়েছে — ৬৭৯২ হেক্টর জমিতে
- ২। সেচ খালের দ্বারা গাছ লাগানো হয়েছে — ৫৩৮ হেক্টর জমিতে
- ৩। নদীর ধারে গাছ লাগানো হয়েছে — ১০৮৬ হেক্টর জমিতে
- ৪। বাঁধ ও পুকুর পাড়ে গাছ লাগানো হয়েছে — ৩১৯৫ হেক্টর জমিতে
- ৫। রেল লাইনের দ্বারা ও রেলের জমিতে গাছ লাগানো হয়েছে — ১৬৯৭ হেক্টর জমিতে
- ৬। গ্রামাঞ্চল বৃক্ষপুঞ্জ তৈরী করা হয়েছে — ২৩৯৫ হেক্টর জমিতে
- ৭। অবক্ষয়িত বনকে পুনর্বনায়ন করা হয়েছে :
 - ক) কপিসিং পদ্ধতির মাধ্যমে — ৯০৬০ হেক্টর জমিতে
 - খ) নতুন চারাগাছ লাগিয়ে — ৮৬৯৬ হেক্টর জমিতে
- ৮। সাধারণ গ্রামবাসীদের জন্য চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১২ কোটি, যেটা জমিতে গাছ লাগানোর হিসাবে বলা যায় — ৬২,২২৪ হেক্টর জমিতে

ছ-বছরে মোট বনসৃজন — ১,০০,৩৩৩ হেক্টর জমিতে

বনসৃজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল — ৯৩,০০০ হেক্টর, লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে আরো

বেশী বনসৃজন করা সম্ভব হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আরও বেশী সংখ্যায় গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূর্ণ করতে আমরা আপনার সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে বৃক্ষরোপণের সাফল্য আজ সারা ভারতে নজিরস্বরূপ। কারণ বন-বিভাগের সহযোগিতায় সর্বজাতীয় প্রতিযোগিতায় বৃক্ষমিত পুরস্কার পশ্চিম-বঙ্গে এবার চারটি এসেছে।

সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প
বন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

Best Compliments From :

M/s. Pigments & Chemical Products

(Prop. M/s. Garg Chemicals P. Ltd.)

17, GANESH CHANDRA AVENUE,

CALCUTTA-700 013.

Manufacturer of "Scale Brand" Zinc Oxide

Phone No. : 26-4538, 39

27-6759

With Compliments

Phone : 28-5019

28-9977

MACNEUMATIC PRIVATE LTD.

5/2, GARSTIN PLACE,

CALCUTTA-700 001

**Manufacturers and Suppliers of
Air Compressor spares, Pneumatic
Tools and accessories.**

With Compliments

**THE TINPLATE COMPANY
OF INDIA LIMITED**

Head Office
4, BANKSHALL STREET,
CALCUTTA-700 001
WEST BENGAL

Works
GOLMURI WORKS
JAMSHEDPUR-831003
BIHAR

WITH COMPLIMENTS

ELMAN STEEL INDIA

MANGO

JAMSHEDPUR

BHAVNA ENTERPRISE

5A, ROBINSON STREET

CALCUTTA-700 017

With Best Compliments

LIBRA EXPORTERS LIMITED

EXPORTERS, IMPORTERS & COMMISSION AGENTS

25, PRINCEP STREET

CALCUTTA

মোন আনাই এই কলকাতার

৬৫ তম বর্ষের ৭৭ দিন পাল, ৭৭ দিন বিবর্তন কর্তি; কেরানিয়ার আলা পরে মখন এল তার তের
শেষ আবার অবাধ। সখা কোণার ঘরে ঘরে ভরান এসে খুঁপিয়ে নেবে রৌদ্রের হেলের জলসা।
আলম্বের পড়বার ঘরে মূলত দুই সন্দেহ একটা নেবে। ১১

‘মোম্বোকা’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমস্যা তখন ছিল রবীন্দ্রনাথের শিবির। প্রাচীরে মলাই মখন পড়ন্ত
খারী সত্ত্বারের কান্ট মুক। তারপর কোটী বিবর্তন আরম্ভকাল।
১৮২৯ মখনর ১৭ই এপ্রিল প্রথম ডান বিচার উদযাপন শুরু হেে নি
কালকাতা ইলেকট্রিক মাল্টিপলি অকুপেশনের উদযাপন এবং টেলিগ্রাফের
বিদ্যুৎ অবস্থারের প্রারম্ভের সন্ধান সন্ধান।
উদযাপন দিনে, সন্ধ্যার পরেই কলকাতা সবে থেকে জনবহুল হইবে।
তার সেই দিনেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থারের আলোক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িত
হারেলি কলকাতা।

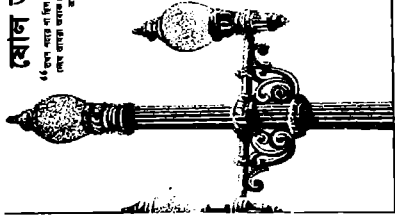
শিবির ও বিবর্তন কলকাতা তখন বিশিষ্ট এবং প্রাচীরে লেখার। নি ই
এস নি তখন যেভাবেই সন্ধ্যার সন্ধ্যার কান্ট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার
বিবর্তন কাল। নি ই এস নি যে প্রাচীরে টেলিগ্রাফের তার জালপতি
বিদ্যুৎ অবস্থারের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে প্রাচীরে প্রাচীরে হেে।

এই প্রাচীরেই সন্ধ্যার সন্ধ্যার সন্ধ্যার উদযাপনের সন্ধান প্রাচীরেই
নি ই এস নি তাড়িত। কারন, নি ই এস নি কোল জাপট এই
কলকাতার।

সাতদিন প্রতিদিন ১৮২৭ থেকে অবিরাম কর্মরত

সিইএসসি লিমিটেড

জি.স্কোয়ার হাউস, টেলিগ্রাফের সন্ধান কলকাতা ৭০০ ০০১



Best Wishes From

DINESH KAUNTIA



HR Sheets & Coils

Skelp



CR Sheets & Coils

Plates

Chequered Plates

Track Materials

Wheels & Axles

Wheel Sets

Electrolytic Tin Plates

ERW Pipes

Spiral Welded Pipes

Cold Rolled Galvanised Sheets

High Silicon Sheets

Rounds & Torsteel

Pig Iron



**...GLIMPSES OF A FASCINATING
PRODUCT PANORAMA**



STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

CENTRAL MARKETING ORGANISATION

10 Caniac Street, Calcutta 700017

CONTAD/SAL/15/7

Best Compliments from

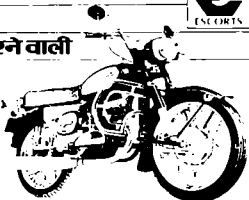
BINA METAL WAYS

**ADITYAPUR
JAMSHEDPUR**

With Best Compliments

अधिक सुरक्षित	 ESCORTS
कम स्पर्च	
परेशान न करने वाली	

**एक लिटर में
56 किलोमीटर**



राजदूत 175 सी सी

M/s. AUTO WORLD

**KALIMATI ROAD, SAKCHI,
JAMSHEDPUR**

WITH COMPLIMENTS

M/s. R. K. Agarwalla & Co.

**108, COTTON STREET,
CALCUTTA-7**

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প আমাদের অনূ্য উত্তরাধিকার

উৎসবে — উপহারে
নিজে সাজতে — ঘর সাজাতে

ম ঙ্গু যা

পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম
(রাজ্য সরকারের সংস্থা)

বজ্র্ধার শোরুম :—

লিওসে ষ্ট্রীট, লেক মার্কেট, ঢাকুরিয়া, হাওড়া সাবওয়ে, কলিকাতা এয়ার পোর্ট,
বারুইপুৰ, বনগাঁ, হলদিয়া, বোলপুর, বর্ধমান, মালদা, কৃষ্ণনগর, রায়গঞ্জ,
শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, বারাসত, দার্জিলিং, শিউড়ী, নিউ দিল্লী, বাঙ্গালোর,
ছয়পুর, মাদ্রাজ, পুরী।

কৌরব-৫০ সংখ্যা। প্রকাশ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন !

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫, বেনিয়ারটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০২



Space donated by

SPARESCO

Phone : { 26160 Office
84250 Resi.

SAHU TIMBER

TIMBER MERCHANTS & ORDER SUPPLIERS

Stockists of ALL KINDS OF WOODS

Approved Suppliers of

M/s. TELCO LTD., M/s. T. R. F. LTD.,

M/s. TINPLATE COMPANY OF INDIA LTD.,

M/s. S. K. GLASS FACTORY, AND M/s. JEMCO LTD.

Office Depo.

**58, Mills & Godown Area,
TATANAGAR-2**

Mill & Residence

**Cinema Road
Haludbani Paraudih,
TATANAGAR-2**

With Best Compliments from

**SETRON
T V**

**A PRODUCT OF
TATANAGAR**

Wish all Success

SINGH ENGINEERING COMPANY

ENGINEERS, FABRICATORS, CONTRACTORS

**JAWAHARNAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-831002**

With best compliments of

A. C. Roy & Co. Pvt. Ltd.

Stevedores

**19, R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-1**

কৌ র ব প্র কা ন নী

অদেপ সেন

রাখা হয়েছে কমলালেবু

বারীন ঘোষাল

সুখের কালক্রম ও সমুজ্জল হুঃখ

মায়াবী সৌম্য

কমল চক্রবর্তী

চার নম্বর ফার্নেস চার্জড

জল

মিথো কথা

আমার পাপ (উপস্থাপন)

যে কোনও তিনটি বই একসঙ্গে সংগ্রহ করলে রোজঃ ডাক খরচ আমাদের ।

With best compliments from :

BMV STORES

Chemist & Druggist

KHARANGAJHAR

TELCO, JAMSHEDPUR-831004

Phone : { Shop : 88442
Res : 88630

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Triveni Sheet Glass is Used :

For Mirrors—the finest mirrors depend on Triveni's 'Selected' glass for undistorted reflections.

In Laminated and Toughened glass—for automobiles, railway coaches and factories.

For glazing—in doors, windows and furnitures, etc.

Triveni Sheet Glass Works Limited

2, ST. GEORGES GATE ROAD

CALCUTTA-700 022, INDIA

PHONE : 450125 (3 Lines)

TELEX-021-7700 HSGW IN & 021-7914 TSGW IN

CABLE : DEVGLASS—CALCUTTA

**TRIVENI SHEET GLASS. THE HOUSE OF
GLASS WITH A FOUNDATION OF STEEL.**

With best compliments from

M/S. JAI FORGING & STAMPINGS PVT. LTD.

PB No 9 INDUSTRIAL AREA

YAMUNANAGAR-135001

HARYANA

GRAM : JAI FORGING

**"WHEN IT'S A VITAL PART MAKE
SURE IT IS FORGED"**

With best compliments from

JAGJIT ENGINEERING WORKS

**MANUFACTURERS * FABRICATORS * STRUCTURAL
MECHANICAL ENGINEERS * CONTRACTORS &
ORDER,SUPPLIERS**

**STATION ROAD
JUGSALAI
JAMSHEDPUR-831002
Phone : 28011**

With best compliments from

BRIJ AUTOMOBILES & GENERAL INDUSTRIES

All rubber Seals & Engg. Products

C-40 Industrial Area (Phase-2)

ADITYAPUR

Jamshedpur—831013

With best compliments from

Corosys Thermal Engineering Pvt. Ltd.
ENGINEERS FOR THE FULLER LIFE
OF YOUR PLANT

1A, RAJA SUBODH MULLICK SQUARE
CALCUTTA 700013

GRAM CORENG.

Phone : 46-7469

With best compliments from

SUSHIL ROADWAYS

New Kalimati Road,

Jamshedpur-831001

Special Services for :

M. P., Maharashtra, U. P., Punjab, Haryana & New Delhi

Phone : { Office : 27084
Resi : 27284

THE TATA STEEL RURAL DEVELOPMENT SOCIETY

A result of Tata Steel's firm commitment of rural prosperity in striving to promote SELF RELIANCE amongst the rural masses in 276 villages in parts of Bihar and Orissa.

Our implementing strategy is focussed upon :

- Agriculture Extension.
- Animal Husbandry.
- Community Forestry.
- Health & Family Planning
- Education.
- Provision of civic amenities.
- Rural Industries.

—) : (—

With best compliments from :

SANKATA SINGH & SONS

**TRANSPORT HANDLING, CIVIL
CONTRACTOR & ORDER SUPPLIERS**

Post Box No. 129

JAMSHEDPUR-831001

With Best Compliments

VYBRA AUTOMET LIMITED

Opp : Huda Complex, Tarnaka,
Secunderabad-500017

Factory situated in Nalgonda District in
Andhra Pradesh

Manufacturers of the most sophisticated closed Die Ferrous and Non-Ferrous Forgings by modern method of Press Forging to the closest tolerances. A unique Forge Shop to use the Presses in India with a manufacturing range of 70 grams to 25 Kgs. catering to esteemed customers like :

Telco, Bajaj Auto, Bajaj Tempo, Mico, Widia, TVS-Suzuki, Escorts, Tafe, Lucas-TVS to name a few in the Automobile Field and to various other Defence, Public, Private Sectors in the country.

With best compliments

Sundaram Clayton Ltd.

RAILWAY PRODUCT DIVISION

HARITA, HOSUR

TAMILNADU-635 109

কৌরব-এর
৫০তম সংখ্যা
প্রকাশের
উদ্যোগকে
আমাদের
আন্তরিক
অভিনন্দন

প্রতিফলন

কৌরবের পঞ্চাশ গৃহীতে
অভিনন্দন

আজকাল

৯৬ রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৯